দৈনিক দিনকাল

15 2002

তারিখ ...

কলাম ...

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন ॥

ফেনী কলেজে ছাত্রলীগ ও শিবির কর্মীদের সংঘর্ষে ৩ ছাত্রলীগ কর্মী আহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ফেনীতে শিবির কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ছাড়া ছাত্রলীগের আহ্বানে রবিবার সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়েছে। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ফেনী সরকারী কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয় এবং বেশকিছু ভাংচুর হয়। ছাত্রলীগের গ্রেফতারকৃত সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ এই ধর্মঘট ডাকে। একই দাবিতে গতকাল ছাত্রলীগের ডাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়।

গতকাল ধর্মঘটের কারণে নগরীর বড় বড় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রায় ছাত্রছাত্রী শূন্য। লাইব্রেরী ধর্মঘটের আওতামুক্ত

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(৮-এর পাতার পর)

থাকায় খোলা ছিল। তবে ছাত্রছাত্রী ছিল খুবই কম। ছাত্রলীগ ধর্মঘটের সমর্থনে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কলাভবনের প্রধান ফটকে সমাবেশ করে। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপির সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বলরাম পোদ্দার, আশরাফুল আজিম রুবন, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, পনিরুজ্জামান তরুণ, জাকির হোসেন মারুফ, খলিলুর রহমান সালাউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, এসআর পলাশ প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, মিথ্যা মামলায় আটক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি না দিলে ছাত্রলীগ অচিরেই আরও কঠোর কর্মসূচী দেবে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা খুব ভোরে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, লেদার টেকনোলজি কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং ধর্মঘটের সমর্থনে পোস্টারিং করে। এ সব কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমাদের ফেনী জেলার নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রলীগ ফেনী সরকারী কলেজে মিছিল বের করার সময় ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। এতে ছাত্রলীগের তিন কর্মী আহত হয় এবং তাদের ১টি মোটর সাইকেল ভাংচুর হয়। পুলিশের ভয়ে ছাত্রলীগের আহত কর্মীরা গোপনে চিকিৎসা নেয়ার কারণে তাদের পরিচয় জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ২৩ বছর পর ফেনী কলেজে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সিলেট শাবি সংবাদদাতা জানান, ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ছিল বন্ধ। ক্যাম্পাস ছিল ফাঁকা। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সিলেটের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়েছে বলে তিনি জানান। নওগাঁ জেলা শাখা ছাত্রলীগের দেয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, ধর্মঘটের কারণে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিএমসি সরকারী মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ছাত্রলীগ সূত্রে আরও জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কোন ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাতেও ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

এদিকে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর এক যৌথ বিবৃতিতে ধর্মঘট সফলভাবে পালিত হওয়ায় সকল ছাত্র সমাজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।